দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 8 JUN 2010
পৃষ্ঠা ১২ কলাম ২

কলেজে ভর্তি করতে ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে ধরনা দিচ্ছে শিক্ষকরা

■ ভ্রাম্যমাণ সংবাদদাতা

এবার যশোর বোর্ডের কলেজগুলোতে ছাত্রছাত্রীর অভাবে সোয়া লাখ আসন শূন্য থাকবে। বিভিন্ন কলেজের শিক্ষকগণ ছাত্রছাত্রীদের বাড়ি ধরনা দিচ্ছেন। যশোর বোর্ডের অধীন খুলনা বিভাগের ১০ জেলায় ৪শ' ২৯টি কলেজ ও ৭৮টি হাইস্কুলে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী পড়ানো হয়।

উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে মোট আসন সংখ্যা দু লাখ ৮ হাজার বলে যশোর বোর্ডের কলেজ পরিদর্শক অধ্যাপক জামাল হোসেন জানান, এবার মোট ৯৭ হাজার ৩শ' ৪ জন ছাত্রছাত্রী এসএসসি পাস করেছে। সকল ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হলেও কলেজগুলোতে এক লাখ ১০ হাজার ৬শ' ৯৬টি আসন শূন্য থাকবে। পাস করা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে বেশসংখ্যক ঝরে পড়বে। আবার অনেকে পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটগুলোতে ভর্তি হবে। ফলে কলেজগুলোতে ছাত্র-ছাত্রীর আকাল দেখা দিবে।

বিগত এক দশকের অধিক সময় ধরে কলেজগুলোতে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ছাত্র-ছাত্রীর অভাব চলে আসছে। বড় কলেজ খুলনার বিএল, আজম খান কমার্স ও যশোর এমএম কলেজ থেকে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণী তুলে দেওয়া হয়েছে। বাগেরহাট পিসি, খুলনা সরকারি মজিদ মেমোরিয়াল, সরকারি সুন্দরবন, বয়রা সরকারি মহিলা, যশোর সরকারি সিটি, সাতক্ষীরা সরকারি কলেজ, নড়াইল সরকারি ভিক্টোরিয়া, ঝিনাইদহ সরকারি কেসি, চুয়াডাঙ্গা সরকারি, মেহেরপুর সরকারি কলেজ, মাগুরা সরকারি ও কুষ্টিয়া সরকারি কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ছাত্রছাত্রীর চাপ থাকলেও উপজেলা সদর ও গ্রামীণ কলেজগুলোতে ছাত্রছাত্রীর অভাবে বেশিরভাগ আসন শূন্য থাকবে। এছাড়াও উপজেলা পর্যায়ে সাতক্ষীরা জেলার তালা ও কলারোয়া সরকারি কলেজ, ঝিনাইদহের মহেশপুর সরকারি কলেজ, কোটচাঁদপুর মোশারফ হোসেন সরকারি কলেজ, হরিণাকুন্ডু লালন শাহ সরকারি কলেজ, শৈলকুপা সরকারি ডিগ্রী কলেজ ও কুষ্টিয়ার আমলা সরকারি কলেজে ছাত্র ছাত্রীর অভাবে বেশির ভাগ আসন শূন্য থাকবে। এ ছাড়াও জেলা পর্যায়ে সরকারি মহিলা কলেজগুলোতে মানবিক শাখায় ছাত্রী মিললেও বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখাতে ছাত্রীর আকালে অধিকাংশ আসন শূন্য থাকবে। গ্রামের হাতেগোনা দু চারটি কলেজে মানবিক শাখায় আসন পূর্ণ হলেও বিজ্ঞান ও বাণিজ্য শাখায় আসন শূন্য থাকবে।

ঝিনাইদহের নারিকেলবাড়িয়া কলেজের অধ্যক্ষ আমিনুর রহমান জানান, গত বছর কোনরকমে বিজ্ঞান শাখায় ৫০ জন ছাত্রছাত্রী ভর্তি করা হয়েছিল। শেষ পর্যন্ত ১২ জন টিকে আছে। বাণিজ্য বিভাগের অবস্থাও একই রকম বলে তিনি জানান। শৈলকুপা সরকারি কলেজের একজন শিক্ষক জানান, ভাল সাবজেক্ট না থাকায় এখানে ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে চায় না। যশোর বোর্ডের উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে ছাত্র ভর্তির নোটিসের আগেই অনেক কলেজের শিক্ষকগণ ছাত্রছাত্রী ভর্তির জন্য বাড়ি বাড়ি যেয়ে ধরনা দিচ্ছেন। কলেজ পরিচালনা কমিটিও ছাত্র সংখ্যা বাড়াতে নানাভাবে চেষ্টা করছে।